



## 14258 - আল্লাহ তাআলার কাছে আমল কবুলরে শর্তসমূহ

### প্রশ্ন

কোন কোন শর্তগুলো কোন মুসলিমি যে আমল করে সে আমলকে কবুলযোগ্য আমলে পরিণিত করে এবং ফলাফলে আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করেন? সহজ জবাব কি এটা যে, একজন মুসলিমি কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণে নিয়ত করবে; যা তাকে পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত করবে; যদিও সে ঐ আমলে ভুল করুক না কেন? নাকি তার উপর আবশ্যিক হল তার নিয়ত থাকা এবং এর সাথে সহহি সুন্নাহর অনুসরণ করা।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইবাদতগুলো আল্লাহর কাছে কবুল হওয়া এবং বান্দা এর সওয়াবপ্রাপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে দুটো শর্ত পরিপূর্ণ হতে হবে:

প্রথম শর্ত: আল্লাহর জন্য ইখলাস (একনিষ্ঠতা): আল্লাহ তাআলা বলেন: "অথচ তাদেরকে এই আদেশই দেওয়া হয়েছিল যে, অন্য সব (ধর্ম) থেকে বমিখ হয়ে দ্বীনকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে তারা আল্লাহর ইবাদত করবে।" [সূরা বাইয়যনো, আয়াত: ৫] ইখলাস (একনিষ্ঠতা) মানতে: বান্দার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল বচন ও কর্মের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুবোধ। আল্লাহ তাআলা বলেন: "তার কাছে কারো এমন কোন অনুগ্রহ থাকে না, যার প্রতিদিন দিতে হবে (অর্থাৎ সে কারো কাছ থেকে এ রকম কোন অনুগ্রহ পতে চায় না), সে শুধু তার সুউচ্চ প্রভুর সন্তুষ্টি অনুবোধ করে।" [সূরা লাইল, আয়াত: ১৯-২০]

তিনি আরও বলেন: "আমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমাদেরকে খাওয়াই। আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদিন বা কৃতজ্ঞতা চাই না।" [সূরা ইনসান, আয়াত: ৯]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "যে ব্যক্তি পরকালে ফসল (পুরস্কার) চায় তার জন্য আমি তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ইহকালে ফসল চায় তাকে আমি তা থেকে (কিছু) দিয়ে দেই। পরকালে তার কোন অংশ থাকবে না।" [সূরা শূরা, আয়াত: ২০]

তিনি আরও বলেন: "যারা দুনিয়ার জীবন ও চাকচিক্য চায় আমি তাদেরকে সেখানে তাদের কাজের পুরোপুরি ফল দিয়ে থাকি, সেখানে তাদেরকে (কোন কিছু) কম দেওয়া হবে না। ওদের জন্য পরকালে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছু নাই। এখানে তারা যা কিছু করেছে তা নিশ্চয়ই হয়েছে এবং তারা যেসব কাজ করত তা বাতলি।" [সূরা হুদ, আয়াত: ১৫-৬]



উমর বনি খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি যে তিনি বলেন: "আমলসমূহের শুদ্ধাশুদ্ধি কবেল নয়তরে উপরই নির্ভর করে। পরত্যকে ব্যক্তি যা নয়ত করে সটোই তার প্রাপ্য। অতএব, যার হজিরত হবে দুনিয়া পাওয়ার উদ্দেশ্যে কথিবা কোন নারীকে বয়ি করার উদ্দেশ্যে তাহলে সে যে উদ্দেশ্যে সফর করেছে সে উদ্দেশ্যেই তার হজিরত পরগণতি হবে [সহি বুখারী; ওহীর সূচনা/১)]

সহি মুসলমি আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "আমি শরিককারীদের শরিক (অংশ) থেকে সর্বাধিক অমুখাপকেষী। যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যে আমলে সে আমার সাথে অন্যকওে অংশীদার করে আমি সেই ব্যক্তিকে ও সেই ব্যক্তির আমল পরত্যাখ্যান করি।" [সহি মুসলমি, (আয-যুহদ ওয়ার রাকায়কে/৫৩০০)]

দ্বিতীয় শরত: আল্লাহ শুধুমাত্র যে শরয়িত অনুসরণেরে নির্দেশে দিয়েছেন আমলটি সেই শরয়িত মোতাবেকে হওয়া। আর তা হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে অনুশাসনগুলো নিয়ে এসেছেন সেগুলোর অনুসরণ করা। হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে: "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যার উপর আমাদরে নির্দেশনা (শরয়িত) নই সটো পরত্যাখ্যাত।" [সহি মুসলমি (আল-আক্বযিয়াহ/ ৩২৪৩)]

ইবনে রজব (রহঃ) বলেন: "এ হাদিসটি ইসলামেরে একটি সুমহান মূলনীতি। এটি আমলেরে বহিঃরূপেরে মানদণ্ড; যমেনভাবে "সকল আমলেরে শুদ্ধাশুদ্ধি নয়তরে উপর নির্ভরশীল" হাদিসটি আমলগুলোর আন্তঃরূপেরে মানদণ্ড। যে সকল আমলেরে মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি চাওয়া হয় না সে সব আমলেরে জন্য আমলকারী যমেন সওয়াব পাবে না; ঠকি তমেনি পরত্যকে যে আমল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরে নির্দেশনা মোতাবেকে সম্পাদতি হবে না সটোও আমলকারীর উপর পরত্যাখ্যাত হবে। আর পরত্যকে যে ব্যক্তি দ্বীনরে মধ্যে এমন কোন কিছু চালু করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা করার অনুমতি দিনেনি সটো ধর্মীয় কিছু নয়।" [জামউল উলুমি ওয়াল হকিাম (খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৬)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সুন্নাহ ও আদর্শ অনুসরণ করার এবং এ দুটোকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশে দিয়েছেন। তিনি বলেন: "তোমাদের উপর আবশ্যিক আমার সুন্নাহ অনুসরণ করা এবং আমার পরে সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায় রাশদীনরে সুন্নাহ অনুসরণ করা। তোমরা এটাকে মাড়রি দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধর।" তিনি বিদাত থেকে সাবধান করে বলছেন: "তোমরা নব চালুকৃত বযিয়াবলী থেকে বঁচে থাক। কোননা পরত্যকে বিদাত পথভ্রষ্টতা।" [সুনানে তরিমযি (আল-ইলম/২৬০০), আলবানী 'সহি সুনানে তরিমযি' গ্রন্থে (২১৫৭) হাদিসটিকে সহি বলছেন]

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলছেন:

আল্লাহ তাআলা ইখলাস ও অনুসরণকে আমল কবুলরে দুটো হতে হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। যদি কোন একটি হতে না পাওয়া যায় তাহলে সে আমল কবুল হবে না। [আর-রূহ (১/১৩৫)]



আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "ধনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য; তোমাদের মধ্যে কে আমলে ভাল।" ফুয়াইল (রহঃ) বলেন: আমলে ভাল অর্থাৎ আমলটি অধিকতর ইখলাসপূর্ণ ও অধিকতর শুদ্ধ। আল্লাহ্ই তাওফিকদাতা।